[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় বড়ভাইকে হত্যার আসামি ছোট ভাই আটক

আলমডাঙ্গার খোরদ গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাইকে শাবলের আঘাতে হত্যা মামলার আসামি ছোট ভাই তরিকুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ১৩ ডিসেম্বর রোববার বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে বড় ভাই শাহাবুল ইসলাম বাড়ির পাশে পানবরজে কাজ করতে গেলে ছোট ভাই তরিকুল ইসলাম তাকে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

স্থানিয়রা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। এ ঘটনায় মৃতের বড় ছেলে সোহান হোসেন বাদি হয়ে শুক্রবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

জানা যায়, গত রবিবার সকালে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামের মসজিদ পাড়ায় শরিকানা জমি ভাগাভাগি নিয়ে আব্দুল লতিফের ২ ছেলে শাহাবুল ইসলাম ও তার ছোট ভাই তরিকুল ইসলামের বিরোধের সৃষ্টি হয়। ওই দিন বিকেল ৪ টার দিকে শাহাবুল ইসলাম বাড়ির পাশের পানবরজে কাজ করতে যায়। সে সময় ছোট ভাই তরিকুল ইসলাম গিয়ে তাকে শাবল দিয়ে মাথায় আঘত করে রক্তাক্ত জখম করে। স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

পরে চিকিৎসকরা তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখনে চিকিত্যসাধীন অবস্থায় গত বুধবার রাতে তার মৃত্যু হয়। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে লাশ গ্রামে নিয়ে আসা হয়। রাত সাড়ে ৮ টার দিকে জানাজা শেষে গ্রামের গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

এদিকে, মামলা দায়েরের পর ওই রাতেই আলমডাঙ্গা থানার এস আই আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স অভিযুক্ত ছোট ভাই তরিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে। আজ রবিবার তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে উপস্থিত করা হবে।

পরের বউ ভাগালেন কথিত সাংবাদিক শরিফুল

আলমডাঙ্গায় কথিত সাংবাদিক পরিচয়ে হারদি ইউনিয়নের শরিফুল ইসলাম আবারো পরকীয়া প্রেমিকার হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের ওসমানপুর গ্রামের মুন্তাজ মেম্বারের ছেলে শরিফুল ইসলাম। সে চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্থানীয় পত্রিকায় হারদি ইউনিয়ন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

এক বছর পূর্বে আরজুল্লাহর মেয়ে লাবণী খাতুনের সাথে শরিফুলের পোল্ট্রি খামারে রাতে অনৈতিক কাজের সময় স্থানীয়রা হাতে নাতে আটক করে শরিফুলকে। পরে স্থানীয় ফাঁড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। এরপর এলাকার নেতাকর্মীদের মধ্যস্ততায় ২ লক্ষ টাকায় দেনমহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় শরিফুল ও লাবণী।

একই এলাকার ওসমানপুর গ্রামের মহাসিন ওরফে গেঁজার মেয়ে ঝর্ণা খাতুনের গত ৫ মাস পূর্বে কুষ্টিয়া মিরপুর থানার মালিহাদ ইউনিয়নের মালিহাদ গ্রামের হযরত আলীর ছেলে লাল চাঁদের সাথে ১ লক্ষ টাকা দেন মহরে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। আবারো শরিফুল বিবাহের ১ বছর যেতে না যেতেই ঝর্ণা খাতুনের সাথে পরকীয়া প্রেমে হাবুডুবু খায়।

গত কয়েকদিন পূর্বে ঝর্ণা তার বাবার বাড়ি ওসমানপুরে বেড়াতে আসে। তার সাথে শরিফুলের পরকীয়া প্রেমের জের ধরে গতকাল শনিবার সকাল ১১ টার দিকে ঝর্ণাকে ফুসলিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ তুলেছে। শরিফুলের এই কুকর্ম নিয়ে ওসমানপুর গ্রামের চায়ের দোকানে ও পাড়া মহল্লায় সমালোচনার ঝড় ওঠেছে।

এলাকাবাসী দাবি করেন, বর্তমানে শরিফুলের পিতা হারদি ইউনিয়ন পরিষদের ওসমানপুর গ্রাম মেম্বার। জনপ্রতিনিধির ছেলে বিভিন্ন সময় অপকর্মের সাথে লিপ্ত থাকায় এলাকাবাসী মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান।

আলমডাঙ্গায় নয়ন হত্যা আসামির ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

আলমডাঙ্গার জামজামি বাজারে মানববন্ধন করেছে ইবির ফকিরপাড়া গ্রামবাসী। ফকিরপাড়া গ্রামের নয়ন হত্যার প্রতিবাদে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়।

মনোহরদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ফকির পাড়া সাবেক মেম্বার মোকাদ্দেস হোসেন নয়নের বাবা মিন্টু সাহা, জামজামি বাজারের ব্যবসায়ী আলিম ডাক্তার, আহসান, শরিফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, ডিস আলিম, সুমিত সাহা, মাসুদ রানা, সোহেল মাস্টার, ইব্রাহিম, রতন সাহা প্রমুখ।

সৌমিক সাহার সার্বিক সহযোগিতায় মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা আশরাফুলের খুব দ্রুত বিচার হোক এবং ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হোক বলে দাবি জানান।
উল্লেখ্য, শুক্রবার দিবাগত রাতে ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুণ্ডু উপজেলার নারায়ণকান্দি গ্রাম থেকে চুয়াডাঙ্গা থানা পুলিশ আশরাফুলকে গ্রেফতার করে।

আলমডাঙ্গার জামজামি বাজারে পাটকাটি গাদায় আগুন

আলমডাঙ্গা জামজামি বাজারে পাটকাটি গাদায় আগুন লেগে আড়াই লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার জামজামি বাজারে ভোদুয়া গ্রামের রানা মৃধা পাটকাটির ব্যবসা করেন। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে ওই ব্যবসায়ীর পাটকাটি গাদায় আগুন ধরে যায়।

স্থানীয় জনগণ আলমডাঙ্গার ফায়ার সার্ভিসে সংবাদ দিলে ফায়ার সার্ভিস অফিসার শাহাজান খানের নেতৃত্বে ফায়ার কর্মী ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় প্রায় দু’ঘন্টা ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

পাটকাটি ব্যবসায়ী রানা মৃধা জানান, ৪ হাজার পন পাটকাটি পালা দেওয়া ছিল। যার মূল্য প্রায় আড়াই লাখ টাকা। হয়তো কেউ শত্রুতা মূলকভাবে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে শ্লীনতাহানির অভিযোগ

আলমডাঙ্গার জোড়গাছা গ্রামে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে শ্লীনতাহানির অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাতে স্কুল ছাত্রীর পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের নাছের আলির মেয়ে জোড়গাছা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর স্কুল ছাত্রী।

গত বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে পিতা মাতা বাড়ির বাইরে যাই। এ সুযোগে একই গ্রামের ওমর আলির ছেলে মহাবুল হক (৪৫) স্কুল ছাত্রী কে বাড়ি থেকে হাত ধরে টেনে রসুলের বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে নিয়ে যায় ও যৌন হয়রানির চেষ্টা করে।

এ সময় তার চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে আসলে মহাবুল হক পালিয়ে যায়।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র প্রার্থীর মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী জেলা পরিষদের সদস্য ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মুছার নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে পৌর এলাকার বন্ডবিল হাজরা তলায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় মুন্সি সানোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র প্রার্থী আবু মুছা, বিশেষ অতিথি আশরাফ হোসেন, বুলবুল আহমেদ, তাহাজ উদ্দীন, ইকবাল হোসেন ও ফরিদ হোসেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবু মুছা বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনার সময় চলাকালীন তার উদ্যোগের কারণেই দেশে করোনার প্রভাব অনেকটাই কম।

সামনে আসন্ন আলমডাঙ্গার পৌরসভা নির্বাচন। আমাদের পৌরসভার পাশ্ববর্তী ইউনিয়নে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু আলমডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়ন নেই।

আলমডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা। আমাদের হোল্ডিং ট্যাক্সসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক অর্থ বাড়িয়েছে সাধারণ জনগণের উপরে। কিন্তু পৌরসভার কোন উন্নয়ন হচ্ছে না।

রঞ্জুর উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, চাঁদ মিয়া, ফরিদ হোসেন, হারুন অর রশিদ, নুরুন্নবী, শাহিন রেজা, ঠান্ডু রহমান, ছানোয়ার হোসেন, বাবু মিয়া, কিবরিয়া, জয়, সেন্টু, খাইরুল, ফারুক হোসেন, সাব্বির হোসেন, কেস্ট,রকিবুল, তুসার, সেতু, আব্দুল্লাহ, আক্তারুজ্জামান, আসিফ, সায়েম, কামাল হোসেন প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

খোলা তেল ও সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রি: ঝুঁকিতে জনজীবন

আলমডাঙ্গা উপজেলার রাস্তাঘাট, বাজার এলাকা ও সড়কের মোড়ে বিক্রি হচ্ছে পেট্রোলিয়াম (এলপি) গ্যাসের সিলিন্ডার, অকটেন-পেট্রোলসহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ। কোনো ধরণের নীতিমালা না মেনে এভাবে দাহ্য পদার্থ বিক্রি করায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

সরেজমিন গত দুই দিন উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার যেখানে সেখানে অবাধে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার, পেট্রোলসহ নানা দাহ্য পদার্থ। এক লিটার অথবা আধা লিটার ওজনের প্লাস্টিকের বোতলে পেট্রোল ভরে পসরা সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন দোকানে। ওই সব দোকানে নেই কোন অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা।

জনবহুল কিংবা আবাসিক এলাকায় এ ব্যবসার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। এ কারণে জননিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
উপজেলা প্রশাসন বলছে, নিরাপত্তার স্বার্থে অনুমোদনহীন এসব দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে।

জানা গেছে, জ্বালানি অধিদপ্তরের আইন অনুযায়ী যেসব প্রতিষ্ঠান তেল ও গ্যাস বিক্রি করবে তাদের স্থানকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা রেখে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে হয়। আইন অনুযায়ী তেল-গ্যাস বিক্রির স্থানে কমপক্ষে ফ্লোর পাকাসহ আধাপাকা ঘর, ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপণ লাইসেন্সসহ অগ্নিনির্বাপণ সিলিন্ডার, মজবুত ও ঝুঁকিমুক্ত সংরক্ষণাগার থাকতে হবে। এ ছাড়াও জ্বালানি অধিদপ্তরের অনুমোদন আবশ্যক।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, হাতে গোনা কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কারো অনুমোদন নেই। ওই সব ব্যবসায়ী সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে অবৈধভাবে দীর্ঘ দিন তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

এদিকে ভেজাল তেল বিক্রি ও পরিমাণে কম দেয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই সব অসাধু দোকানদারের বিরুদ্ধে। ১লিটার পেট্রোল ৮৬ টাকা হলেও ওই ১লিটার সমপরিমাণ খোলা বাজারে বোতলে পুরে তা ১শ টাকায় বিক্রয়

চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের তদারকি না থাকায় আমাকে ব্যবসায়িকভাবে লোকসান গুনতে হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জানান, অনুমোদনবিহীন খোলা তেল বিক্রিতে অগ্নিঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া রাস্তার পাশে কিংবা রোদে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ঠিক নয়। এতে চাপ ও তাপজনিত দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। অন্য দিকে একই বোতলে বারবার গ্যাস ভর্তি ও অবৈধ পন্থায় গ্যাস ভর্তি করার কারণে থার্মো সিল বা বাল্ব নষ্ট হয়ে বিস্ফোরণের আশঙ্কাও রয়েছে।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার জানান, ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়া খোলা তেল ও গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবসা জননিরাপত্তার জন্য হুমকি। উপজেলার রাস্তার পাশের দোকানগুলো কারোরই লাইসেন্স নাই।

তিনি আরও বলেন, অবৈধভাবে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জরিমানার আওতায় আনলে বিক্রয় বন্ধ করা যাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির জানান, আমরা রাস্তার পাশে অবৈধ জ্বালানি তেল বিক্রয়ে অবগত আছি। তবে, কেউ লিখিত অভিযোগ করলে আমরা আইনের আওতায় নিতে পারবো।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল চোর চক্রের তিন সদস্য আটক

আলমডাঙ্গায় রাতের আঁধারে মোটরসাইকেল চুরির সময় বকুল নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক যুবকের স্বীকারোক্তিতে চুরির ঘটনায় আরো ২ জনকে আটক করে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর আনন্দধাম এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে আশরাফুল (৪০) গত বৃহস্পতিবার রাতে মোটরসাইকেল রেখে আনন্দধাম জামে মসজিদে এশার নামাজ পড়তে ঢোকে। এসময় চোর চক্রের সদস্য

আলমডাঙ্গা উপজেলার বামানগর গ্রামের নাছের আলির ছেলে বকুল ওত পেতে থাকে।

সুযোগ বুঝে জেলিং ৮০ সিসি মোটরসাইকেল তালা ভেঙে চুরি করার চেষ্টা করে। এ সময় এলাকার লোকজন বকুলকে মোটরসাইকেলের তালা ভাঙতে দেখে ফেলে। স্থানীয়রা বকুলকে গিয়ে আটক করে এবং মোটরসাইকেল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তার ভাই এর মোটরসাইকেল বলে।

এ সময় মোটরসাইকেল মালিক আশরাফুল নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে এসে তার গাড়ি চুরির ঘটনাটি জানতে পারলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে অবগত করেন।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই কামরুল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বকুলকে আটক করে। বকুল আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তার সাথে জড়িত বাবু পাড়ার তারা কষাইয়ের ছেলে লিখন ও কালিদাসপুর সাদাব্রিজ এলাকার মনোয়ার হোসেনের ছেলে ইউসুফের নাম স্বীকার করে।

রাতেই বকুলের স্বীকারোক্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তাদের আটক করে। চুরির ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই আশরাফুল বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় এজাহার দায়ের করেন।